গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ এর স্বত:প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা-২০২৩

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (৪র্থ তলা)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
ওয়েবসাইট: www.ntrca.gov.bd

ভূমিকা

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ঐকান্তিক নির্দেশনায় প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে চিন্তা, বিবেক ও বাক-স্বাধীনতা নাগরিকগণের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃত এবং তথ্য প্রাপ্তির অধিকার এরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত। জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। জনগণের ক্ষমতায়ন, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে জাতীয় সংসদে "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পাস করা হয়।

এই আইনের সঠিক প্রয়োগের ফলে সরকার ও জনগণের মাঝে সেতুবন্ধন রচিত হয়েছে। জনগণ এবং সরকারের মেলবন্ধন সৃষ্টি হওয়ায় সরকারি কোন কর্মকান্ড সম্পর্কে কারো কোন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে না। তথ্যে জনগণের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার জন্য সকল সরকারি দপ্তরে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর ধারার বিধান অনুসারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনে বাংলাদেশের যে কোন নাগরিকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সকল সরকারি, স্বায়িত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে সৃষ্ট বা পরিচালিত বেসরকারি সংস্থাসমূহের ওপর তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০৪১ অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমানের সর্বস্তরে সুশাসন নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। আর সুশাসনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের অন্যতম হাতিয়ার হতে পারে তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন করা। আর নাগরিকের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠার কার্যকর পন্থা হলো স্বত:প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ। সেই লক্ষ্যে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ স্বত:প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ২০২৩ প্রকাশ করেছে। এ নির্দেশিকা সকল নাগরিক ও তথ্য ব্যবহারকারীর নিকট তথ্য প্রদানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করবে এবং এ কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

২৬/০৬/২০২৩
(মোঃ এনামুল কাদের খান)
চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব)
এনটিআরসিএ, ঢাকা।

১.১ স্বত:প্রণোদিত তথ্যপ্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়নের যৌক্তিকতা/উদ্দেশ্য :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনগণের জানার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি, দুর্নীতি হ্রাস ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, সর্বোপরি জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য-অধিকার নিশ্চিত করতে 'তথ্য অধিকার আইন-২০০৯' পাস হয়েছে। আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে 'তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত তিনটি প্রবিধানমালাও প্রণীত হয়েছে।

জনগণের জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করার যে নীতি সরকার গ্রহণ করেছে, তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে এনটিআরসিএ অবাধ তথ্য প্রবাহের চর্চা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এ কর্তৃপক্ষের তথ্য জনগণের কাছে উন্মুক্ত হলে এনটিআরসিএ'র কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ স্বচ্ছ ধারণা লাভ করবে এবং জনগণের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিত হবে।

এনটিআরসিএ'র অবাধ তথ্যপ্রবাহের চর্চার ক্ষেত্রে যে কোন দ্বিধাদ্বন্দের সৃষ্টি না হয় সে জন্য একটি স্বত:প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০২৩ প্রণয়ন আবশ্যক বলে মনে করেছে। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা-২০০৯ এবং তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রবিধানমালার আলোকে এই 'স্বত:প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.২ তালিকার শিরোনাম :

এই নির্দেশিকা এনটিআরসিএ'র "স্বত:প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ তালিকা, ২০২৩" নামে অভিহিত হবে।

২। তালিকা ভিত্তি :

২.১ প্রণয়ন ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ :

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)

২.২ নির্দেশিকা বাস্তবায়নের তারিখ : ০১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে

২.৩ নির্দেশিকার প্রযোজ্যতা :

নির্দেশিকাটি এনটিআরসিএ'র জন্য প্রযোজ্য হবে।

৩। সংজ্ঞাসমূহ : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকলে এ নিয়মাবলীতে-

৩.১ তথ্য অর্থ এনটিআরসিএ'র গঠন, বিধি, কাঠামো, দাপ্তরিক প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড সংক্রান্ত যে কোন স্মারক, হিসাব বিবরণী, বিভিন্ন প্রকার পত্র, নমুনা, দলিল, বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, তথ্য-উপাত্ত, লগ বহি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, প্রতিবেদন, আলোকচিত্র, অডিও, ভিডিও, অঙ্কিত চিত্র, ফিল্ম, ইলেক্ট্রনিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত যে কোন ইন্সট্রুমেন্ট, যান্ত্রিকভাবে পাঠযোগ্য দলিলাদি এবং ভৌত গঠন ও বৈশিষ্ট্য নির্বিশেষে অন্য যে কোন তথ্যবহ বস্তু বা উহাদের প্রতিলিপিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে :

তবে শর্ত থাকে যে, দাপ্তরিক নোট সিট বা নোট সিটের প্রতিলিপি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না;